Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লবিবা জান্নাত চৌধুরী

রোলঃ 227021974

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লবিবা জান্নাত চৌধুরী

রোলঃ 227021974

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লবিবা জান্নাত চৌধুরী, আইডিঃ 227021974 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

লবিবা জান্নাত চৌধুরী

আইডিঃ 227021974

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা:..5

মাতা পিতার সাথে সদাচরন :..6

মাতা পিতার সেবা করার প্রতিদান:..10

মাতা পিতার প্রতি দায়িত্ব :..14

মায়ের অধিক মর্যাদা :..17

মায়ের বদদোয়া :..20

মাতা পিতার অবাধ্য হওয়ার পরিনাম:..22

মাতা পিতার জন্য অর্থ ব্যয় :..25

মাতা পিতার দোয়া :..28

মাতা পিতার অবাধ্য সন্তানের পরিনাম :..30

মাতা পিতার সেবার বিনিময়ে বিপদমুক্তি*..31

মাতা পিতার সাথে সদাচরনের উদাহরন..33

নফল ইবাদতের জন্য মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া যাবে কিনা :..42

মাতা পিতার মৃত্যুর পর করনীয় :..46

ভুমিকা:

মাতা পিতা সন্তানের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার। আল্লাহ প্রদও অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার ইবাদতের পরেই মা বাবার প্রতি সদাচরণ এর নিদেশ দিয়েছেন। এতেই বুঝা যাচ্ছে মাতা পিতার গুরুত্ব অনেক। মাতা পিতার সাথে মন্দ আচরন ও তাদের অবাধ্যতা করা কবিরা গুনাহ। তা যে কবিরা গুনাহ এ বিষয়ে অনেক হাদিস আছে তার মধ্যে একটি হলো আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس» . (رواه البخاري. (

"অন্যতম কবীরা গুনাহসমূহ হল: আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।""

মাতা পিতা মুশরিক হলেও মাতা পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করা চাই। তাছাড়া মাতা পিতা মুশরিক হলেও মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে তা আমরা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবন থেকে শিক্ষা পাই। মাতা পিতা সন্তানের জন্য চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায়। তাদের আলোতে সন্তান পথ চলা আলোকময় হয়। সন্তান তার জীবনে প্রশান্তি লাভ করে। সন্তানের জীবন সুখময় হয়। একজন মুমিনের উদ্দেশ্য হলো জান্নাত আর এই জান্নাত মাতা পিতার মাধ্যমে হাসিল করা যাবে ইন শা আল্লাহ। কেননা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বাবা-মা হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম। অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো।' (ইবনে মাজাহ)।

আর মাতা পিতার দায়িত্ব যথাযথ পালন করা হলে তবেই জান্নাত এ যাওয়া যাবে। তাই এটা জানা প্রয়োজন মাতা পিতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি। তাই এই থিসিসে আলোচলা করা হবে মাতা পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য।

মাতা পিতার সাথে সদাচরন :

মাতা পিতার সাথে সদাচরনের নির্দেশ আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন ।
তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।১

আল্লাহ তা'আলা বলেন:
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيًّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسُنَا وَبِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَنَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।

আন নিসা (আয়াত: ৩৬)
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسُنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
تَقُل لَّهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।

বনী ইসরাঈল (আয়াত: ২৩)
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوُلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصُلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ
إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।

লুকমান (আয়াত: ১৪)
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسُنَا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ وقفة ثَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وُلِدَيَّ وَأَنْ صلے أَعْمَلَ صُلِحًا تَرْضَهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণের। তার মা তাকে বহন করেছে কষ্টের সাথে, আর তাকে প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ছাড়ানোয় সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে যায়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আর আমার পিতা-মাতাকে যে নি'মাত দান করেছ তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান কর, আর আমাকে এমন সৎকর্ম করার সামর্থ দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ ক'রে আমার প্রতি অনগত কব. আমি অনশোচনাভবে তোমার দিকেফিরে আসছি, আর আমি অনুগত বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত।

আল আহ্বাফ (আয়াত: ১৫

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়   সে যে মাতা পিতার সাথে সুন্দর আচরন করে।

আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সময় মতো নামায আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেনঃ মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, সহীহ আল

বুখারী, মাওয়াকীতুস সালাত, অনুঃ ৫, ফাদলুস সালাত লি-ওয়াকতিহা; ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, ঈমান, অনুঃ ৩৬, আল্লাহর প্রতি ঈমান উত্তম আমল হওয়ার বর্ণনা, নং ১৩৭)

মায়ের সাথে সদাচরনের প্রতিদান জান্নাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, অতঃপর সেখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি (তিলাওয়াতকারী) কে? ফেরেশতাগণ বললেন, হারিসা ইবন নু'মান (রা)। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেনঃ) পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। পুণ্যের প্রতিদান এরূপই। সে ছিল তার মায়ের সাথে সর্বাপেক্ষা সদাচরণকারী। (২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ, হাকীম নিশাপুরী, আল মুস্তাদরাক, দারুল কিতাবিল আরবী, বৈরূত, ৪ খ, পৃ. ১৫১;

আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমল পিতা মাতার সাথে সদাচরন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট মাতা-পিতার সং সদ্ব্যবহার করার চাইতে অধিক প্রিয় আর কোন আমল হতে পারে তা আমার জানা নেই। (৪. আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৭;)

অমুসলিম পিতা মাতার সাথে ও ভালো আচনর করা তবে কুফরি করার জন্য চাপ দিলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

আল্লাহ কোর আনে বলেন

মাতা-পিতা যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য তোমার ওপর চাপ প্রয়োগ করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই- তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। আর তাদের আনুগত্য করবে যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সুরা লুকমান : ১৫)

আবূ বাকর (রা) এর কন্যা আসমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম, আমার নিকট আমার মা এসেছেন, তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ রয়েছেন। আমি কি তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো। (২. সহীহ আল বুখারী, ২ খ, পৃ. ৮৮৪; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল যাকাত ২ খ., পৃ. ৬৯৬;)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) মুসলমান হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবত তাঁর মা শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি মাকে সর্বদা শিরকের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। আর তাঁর মাও সর্বদা অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। তা সত্ত্বেও আবূ হুরাইরা (রা) তাঁর মায়ের ইজ্জত-সম্মান, খেদমত ও আনুগত্যে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি।

মাতা পিতার সাথে সদাচরনের প্রতিদান জীবিকার প্রশস্ততা।
হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজের হায়াত বৃদ্ধি ও জীবিকার প্রশস্ততা কামনা করে, সে যেন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। ১

হযরত মু'আয ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য সুসংবাদ হলো, আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেবেন। ২

হযরত ওয়াহাব ইবন মুনিয়্যা (রা) বলেন: মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সন্তানের হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়। ৩

হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দু'আ ব্যতীত কোন কিছুই তাকদীরকে ফিরাতে পারে না। নেক আমল ব্যতীত কোন কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না। আর ব্যক্তির কৃত গুনাহ-ই তাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে। ৪

হযরত ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা তোমাদের পিতাদের (পিতা ও দাদার) সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করো, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে। তোমরা সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও সচ্চরিত্রবান হবে। ৫

১ . ফাতহুর রাব্বানী ১৯ খ, পৃ. ৩৫, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩ খ, পৃ. ৩১৭

২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩১৭; আল মুস্তাদরাক ৪ খ. পৃ. ১৫৪

৩. আদ-দুররুল মানসুর, ৫ খ, পৃ. ২৬৭;

৪. ইবন মাজাহ, পৃ. ১০ আরো দ্রঃ মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী;

৫. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩১৮

মাতা পিতার সেবা করার প্রতিদান:

কখনো মাতা পিতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উওম। মাতা পিতার সেবা করা ফরযে আইন।মুমিন চায় রবের সন্তুষ্টি রাসুলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন পিতা মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট। তাই মুমিন ব্যক্তির উচিত পিতা মাতার সেবা করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে পিতা মাতার খেদমতের চেষ্টা করবে যে আল্লাহর পথে রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ : أَحَى وَالِدَاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَال:َ

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা

করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর'। (. বুখারী হা/৩০০৪; মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭।)
হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল, 'তোমার পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতে সর্বোচ্চ চেষ্টা কর। কারণ এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে' (ফাহুল বারী ১০/৪০৩)।
অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنْ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ : أَبَوَايَ. قَالَ : أَذِنَا لَك؟َ قَالَ : لا ، قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدٌ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট চলে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে কি তোমার কেউ আছে? সে বলল, আমার পিতা- মাতা আছেন। তিনি বললেন, তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তারা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে যাও। অন্যথা তাদের সাথে সদাচরণ করো'।(. আবুদাউদ হা/২৫৩০; আহমাদ হা/১১৭৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮২।)

পিতা মাতার সেবায় জান্নাত হাসিল করা যাবে ইন শ আল্লাহ । পিতা মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট পিতা মাতার সেবার করার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে । তাই মুমিন ব্যক্তির উচিত পিতা মাতার সেবা করা। কারন পিতা মাতার মাতা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট । নেক আমলের মধ্যে অন্যতম নেক আমল হলো মাতা পিতার সেবা করা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ : ثُمَّ أَيُّ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي -

আব্দুল্লাহ্ (ইবনু মাসউদ) (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সময়মত ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন, অতঃপর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি আরো বলতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন।(বুখারী হা/২৭৮২; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে(তিরমিযী হা/১৭০; আহমাদ হা/২৭১৪৮; মিশকাত হা/৬০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৯৯। ৫৮. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬)

, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, طَاعَةُ اللَّهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ وَمَعْصِيَةُ اللَّهُ مَعْصِيَةُ الوالد 'পিতার আনুগত্যে আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে এবং পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহ্র অবাধ্যতা রয়েছে।(. তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/২২৫৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৩৯১; ছহীহ আত- তারগীব হা/২৫০২)

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ,

'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে।(৬০. শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৩)

পিতা মাতার সেবার প্রতিদান রিযিক বৃদ্ধি।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক এবং তার জীবিকায় প্রশস্ততা আসুক সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।(আহমাদ হা/১৩৪২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৮)

পিতা মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলার বিনিময়ে জান্নাত। আল্লাহ নেক বান্দাগন বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে এবং নম্র ভাষায় কথা বলে।

عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قال : كُنتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي والله، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ

لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ-

তায়সালা ইবনু মাইয়াস (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি সেগুলি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি। (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) মানুষ হত্যা (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো (৫) সূদ খাওয়া (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা মাতার কান্নার কারণ হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই।

তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক'।(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮, সনদ ছহীহ।)

পিতা মাতার সেবায় গুনাহ মাফ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি অত্যন্ত বড় একটি গোনাহ করেছি, আমার তাওবা কবুল হবে? আমি ক্ষমা পেতে পারি কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিল আমার মা জীবিত নাই। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, হাঁ, খালা জীবিত আছেন। তিনি তখন বললেন, তার খেদমত কর এবং তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। (আল্লাহ তায়ালা সেই বরকতে তোমার তাওবা কবুল করে ক্ষমা করে দিতে পারেন। -তিরমিযী

মাতা পিতার প্রতি দায়িত্ব :

আল্লাহ তাআলা কোরআনে পিতা মাতার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তানের উচিত পিতা মাতার আনুগত্য করা।

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرا.ً

'ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা- মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে' (নিসা ৪/৩৬)

,وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'আর যখন আমরা বনু ইস্রাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে' (বাক্বারাহ ২/৮৩)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি' (আন'আম৬/১৫১

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّوْمَ، وَإِنْ أَبَوَيَّ لِغْ أَبَوَيْكَ، وَاجْلِسُ فَإِنَّ الرُّوْمَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوهَا غَيْرَكَ

'জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বাধা দেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত্য কর এবং অপেক্ষা কর। কেননা খুব শীঘ্রই রোমকরা তুমি ছাড়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'।

(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৪৫৯; মারওয়াযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৭১, সনদ ছহীহ।)

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ

'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে'। (মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৯৫৬: মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯।)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يتسع لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ

أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ لَهُمَا، وَلَا تُنَازِعَنَّ وَلاةَ الْأَمْرِ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ -

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নয়টি ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগ করো না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয ছালাত ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (৩) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি (মূল)। (৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে। (৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখ যে, তুমিই (হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও)। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সাথীরা পলায়ন করে। (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো। (৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না (অর্থাৎ শাসনের মধ্যে রাখবে) এবং (৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখবে।(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬: আওসাত্ব হা/৭৯৫৬, সনদ ছহীহ)

عَنْ عُرْوَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ، قَالَ : أَبِي، قَالَ: لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسُ قَبْلَهُ

উরওয়াহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কে হন? সে বলল, আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেক না, তার আগে আগে চলো না এবং তার সামনে বসো না'।(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪; শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪৩৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১১, সনদ ছহীহ)

عَنِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّ الْجِهَادَ قَدْ فَضَّلَهُ اللهُ، وَإِنِّي كُلَّمَا رَحَلْتُ رَاحِلَتِي جَاءَ وَالِدَايَ فَحَطَّا رَحْلِي؟ قَالَ: هُمَا

جَنَّتُكَ، فَأَصْلِحْ إِلَيْهِمَا ثَلَاثًا-

কায়সী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আবু হুরায়রা! জিহাদ করাকে আল্লাহ মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। আমি যখনই জিহাদের জন্য বাহন প্রস্তুত করি তখনই আমার পিতা-মাতা এসে তা সরিয়ে দিতেন। তখন তিনি বললেন, তারা তোমার জন্য জান্নাত। অতএব তাদের প্রতি তুমি সদাচরণ কর। তিনি একথা তিনবার বললেন।(ইতহাফ হা/৪২০৫; মারওয়াযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৪৩, সনদ ছহীহ।)

মায়ের অধিক মর্যাদা :

মা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত। সন্তানের জীবনে মায়ের ভুমিকা অতুলনীয়। প্রত্যেক মানুষের পৃথিবীতে আসা থেকে শুরু করে সবসময় মায়ের ভুমিকা থাকে। মায়ের তুলনা অন্য কারো সাথে হয় না। ইসলামে মায়ের মর্যাদা পিতার চেয়ে বেশি।

আল্লাহ পবিএ কোরআনে বলেছেন।

আমি মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকীদ দিয়েছি। তার মা অনেক কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বহু কষ্ট করে ভূমিষ্ঠ করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজের) সময়কাল হলো আড়াই বছর।১

মহা পবিএ কোরআনের আরও বলেছেন।

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরের মধ্যে। এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ২

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সুন্দর আচরণের

সবচাইতে বেশী হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেন: তোমার পিতা। ৩

বাহ্য ইবন হাকীম তাঁর পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কার সাথে সবচাইতে বেশী ভালো ব্যবহার করব? তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন: তারপর কার সাথে? এবারও তিনি বললেন: তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন: তোমার পিতার সাথে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সা

১. সূরা আল-আহকাফ: ১৫

২. সূরা লুকমান: ১৪

৩. সহীহ আল বুখারী; এইচ, এম, সাঈদ কম্পানী, আদব মঞ্জিল, করাচী, কিতাবুল আদব, ২খ, পৃ. ৮৮২; সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত আরো দ্রঃ ইবন মাজাহ, পৃ. ২৬০; আল মুস্তাদরাক, ৪ খ,

পৃ. ১৫০; ফাতহুর রাব্বানী ১৯ খ, পৃ. ৩৮

৪. আল মুস্তাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫০;

মিকদাম ইবন মা'দিকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মায়েদেরসম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিচ্ছেন। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (সদাচারের)। ১

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেনঃ তোমার মাতা-পিতা কি বেঁচে আছে? লোকটি বললো, হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন: তাদের মাঝে জিহাদ করো। ২

অর্থাৎ তাদের সেবা-যত্ন ও খেদমতে আত্মনিয়োগ কর। এটাই তোমার জিহাদ।

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের ওপর সবচাইতে বেশী অধিকার কার? তিনি জবাব দিলেন: তার স্বামীর। আমি বললাম, পুরুষের ওপর সবচাইতে বেশী অধিকার কার? তিনি বললেন: তার মায়ের। ৩

১. ইবন মাজাহ; পৃ. ২৬০;

২. সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, প্রাগুক্ত

৩. আল মুসতাদরাক, ৪ খ, পৃ. ১৫০ ৪. আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৭;

মাকবুল হজ্বের সমপরিমান সওয়াব।

আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'মা-বাবাই হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২১)

তাই অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, 'যখন কোনো অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে দেখে, আল্লাহতায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন।' (সুনানে বায়হাকি, হাদিস : ৪২১)

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত

হযরত মুয়াবীয়া ইবনে জাহেমা থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন যে, জাহেমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছে? জাহেমা বললেন

হ্যাঁ, আমার মা আছে। তিনি বললেন, তার সঙ্গে থাক, তার খেদমত কর, তার পায়ের নীচে তোমার বেহেশত। -আহমদ ও নাসায়ী

একজন সন্তান মাতা পিতার জন্য অর্থ ব্যয় করে সে ক্ষেত্রে মাকে অগ্রাধিকার দেয় হয়েছে।

عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ : يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ- َ

তারিকু মুহারিবী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মাদীনায় আগমন করলাম, আর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি তাতে বলছিলেন, দাতার হাত উঁচু (মর্যাদাসম্পন্ন)। তোমার পোষ্যদের মধ্যে দানেরকাজ আরম্ভ কর। (যেমন) তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার বোন, ভাই;

এভাবে যে যত তোমার নিকটাত্মীয় (তাকে পর্যায়ক্রমে দানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দাও)। (নাসাঈ হা/২৫৩২; আহমাদ হা/১৭৫৩০; ছহীহুত তারগীব হা/**১৯৫৬**।

মায়ের বদদোয়া :

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :...... জুরাইজ নামে একজন নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব সময় খানকায় ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। একদিন তাঁর মা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন। তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। মা তাঁকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায, এই বলে তিনি নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর মা ফিরে চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁর নামাযরত অবস্থায় তাঁর মা এসে ডাক দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি আবারও চিন্তা করলেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায (কি করে মার সাথে কথা বলি)। অতঃপর তিনি নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন। তাঁর মা গত দিনের মতো ফিরে চলে গেলেন। তৃতীয় দিনও মা এসে দেখেন, জুরাইজ নামায আদায় করছে। তিনি

ডাক দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায, নামাযের মধ্যে কি করে জবাব দেই। তিনি চুপ রইলেন, অত:পর নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন। এতে তাঁর মা মনে খুব কষ্ট পেলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বদদুআ করলেন, হে আল্লাহ! চরিত্রহীন ব্যভাচারী নারীর চেহারা না দেখিয়ে তাকে মৃত্যু দিও না। এ বদদুআ করে নিরাশ হয়ে তিনি সেখান থাকে প্রস্থান করলেন।

ইতিমধ্যে বানী ইসরাঈল লোকদের মাঝে জুরাইজ ও তাঁর ইবাদত বন্দেগীর কথা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এমন সময় এক অনিন্দ সুন্দরী ব্যভিচারী মহিলা লোকদেরকে বললো, তোমরা যদি মনে করো, তাহলে আমি তাঁকে পাপ কাজে ফাঁসিয়ে দেই। এরপর সে জুরাইজের খানকায় উপস্থিত হলো এবং তাঁকে অপকর্মের আহ্বান জানাতে লাগল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করেননি। সে জুরাইজ থেকে নিরাশ হয়ে জুরাইজের খানকায় যাতায়াত করত একন এক রাখালের কাছে গিয়ে নিজেকে তার সামনে পেশ করে দিল। রাখাল তার ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। মহিলাটি গর্ভবতী হলো, অত:পর একটি বাচ্চা প্রসব করল, আর প্রচার করতে লাগল, বাচ্চাটি জুরাইজ কর্তৃক ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মহিলাটির এ অপপ্রচার শুনে লোকেরা জুরাইজের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর খানকার সামনে জড়ো হলো। তাঁকে খানকা থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে তার খানকাটি ভেঙ্গে ফেললো এবং তাঁকে প্রহার করতে লাগল। জুরাইজ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোমাদের? তারা বলল, তুমি এ নষ্টা ব্যভিচারিনী মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছো। আর তোমার মাধ্যমে তার একটি সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি লোকদেরকে বললেন, ঠিক আছে, শিশুটি কোথায়, তাকে নিয়ে এসো। অত:পর তাকে আনা হলো। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি (দুরাকাআত) নামায আদায় করি।

নামায শেষ করে তিনি নবজাতক শিশুটির পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলেন, বল, তোর পিতা কে? (শিশুটি কয়েক দিনের হলেও আল্লাহ তার যবান খুলে দিয়েছেন) সে বললো, ওমুক রাখাল আমার পিতা। একথা শুনে জুরাইজের প্রতি লোকদের ভক্তি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো, তারা তাঁকে চুমু দেয়া শুরু করল, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বললো, তোমার এ খানকা আমরা সোনা দিয়ে নির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন,

না, তার প্রয়োজন হবে না। যেভাবে ছিল সেভাবে মাটি দ্বারা নির্মাণ করে দাও। তাই করা হলো। মুসলিম অপর বর্ণনা এসেছে, জুরাইজের মা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার বদদুআ করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন।
১. মিশকাতুল মাসাবীহ, আদব, বির ওয়াস সিলা, নং ৪৭২৬; আল আদাবুল মুফরাদ, অনু; ৪ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, নং ৭, নাদরাতুন নাঈম, ১০ খ. পৃ. ৫০১৬

মাতা পিতার অবাধ্য হওয়ার পরিনাম:

পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না হাদীসে কঠিন সতর্কবার্তা এসেছে। মাতা পিতার আদেশ নিষেধ মেনে চলা তাদের অবাধ্য না হওয়া । মাতা পিতার অবাধ্যতা জাহান্নামের কারন হতে পারে। মাতা পিতার সাথে সাথে অবাধ্যতা করলে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, এবং ফেরেশতারা তার প্রতি অভিশাপ দেন।
তাছাড়া মাতা পিতার সাথে অবাধ্যতা করলে আল্লাহ অসুন্তষ্ট হবেন। যারা মাতা পিতার অবাধ্য সন্তান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বদ দোয়া করেছেন।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক, সে ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক, সে ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক; যে ব্যক্তি তার বাবা-মাকে উভয়কে কিংবা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় জীবিত পেলো; অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।' (মুসলিম)
মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া মহা পাপ।
আবদুর রহমান ইবন আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে সবচাইতে বড় কবীরা (জঘন্যতম) গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না। এ কথা তিনি তিন বার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কেন নয়, অবশ্যই করবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানি করা। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন, (খুব ভালো করে শোন!) মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি বার বার এ কথা বলতে থাকেন। অবশেষে

আমরা (মনে মনে) বললাম, হায়! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন। (. সহীহ আল-বুখারী, আদব, অনুঃ ৬; মাতা-পিতার নাফরমানি কবীরা গুনাহ; সহীহ মুসলিম, ঈমান, অনুঃ সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহসমূহের বর্ণনা, ১ খ, পৃ. ৯১, নং ৮৭, আরো দ্রঃ, তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে, ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা ২. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, ৩. মানুষ হত্যা করা ও ৪. মিথ্যা শপথ করা। (২. সহীহ আল-বুখারী, শপথ ও মানত, অনুঃ মিথ্যা শপথ, নং ৬৬৭; সহীহ মুসলিম

কবীরা গুনাহসমূহের বর্ণনা, ১ খ, পৃ. ৯১, নং ৮৮)
হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কবীরা গুনাহর কথা বলা হলে তিনি বলেন: কবীরা গুনাহ হলো- আল্লাহর সাথে শরীক করা ও মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। ১

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করে, যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করেন। ৪

৪. সহীহ আল বুখারী, আদব, অনুঃ মাতা-পিতাকে গালি দিবে না, ২ খ, পৃ. ৮৮৩, নং ৫৯৭৩; আবূ দাউদ, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, ৪ খ. পৃ. ৩৩৬, নং ৫১৪১

১. আল ইহসান, ৬ খ, পৃ. ২৯৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ. পৃ. ৩৩১

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত

হারাম করে দিয়েছেন। ১. মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২. মাতা- পিতার নাফরমান ব্যক্তি ও ৩. অসৎ স্ত্রীর স্বামী যে নিজের পরিবারে দুষ্কর্মের সমর্থন করে।

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চার শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নি'আমত উপভোগ করতে না দেয়া আল্লাহ তা'আলার হক বা অধিকার। ১. মদ্যপায়ী, ২. সুদখোর, ৩. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং ৪. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।

অবাধ্য সন্তানের পরিনাম।

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পাঁচশত বছরের রাস্তা থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (কিন্তু তিন ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না) ১. যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় ২. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, (অর্থাৎ যে সন্তান মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়, তাদেরকে অসন্তুষ্ট রাখে) ও ৩. যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত।(২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭; (তাবারানী জামে' আস সগীর, বরাত)

হযরত ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। ১. মাতা-পিতাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান। ২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও ৩. দাইয়ুস। আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ১. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান। ২. মদপানে আসক্ত ব্যক্তি ও ৩. দান করে খোঁটাদানকারী। (না'সাঈ, অধ্যায়; যাকাত, অনুঃ ৬৯; দান করে খোঁটা দানকারী)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তার নাক ধুলি মলিন হোক! তার নাক ধুলি মলিন হোক। তার নাক ধুলি মলিন হোক (সে ধ্বংস হোক)। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল। কে সে? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাঁদের কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেলো অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করল না।(১. সহীহ মুসলিম, সদ্ব্যবহার,

অনুঃ ৩, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি তার নাক ধুলি মলিন হোক; ৪ খ, পৃ. ১৯৭৮, নং ২৫৫১)

হযরত আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সব গুনাহ আল্লাহ তা'আলা যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। তবে মাতা-পিতার নাফরমানির গুনাহ (ক্ষমা করেন না) বরং এরশাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনে দেয়া হবে। (১. আল মুস্তাদরাক, বির ওয়াস সিলা, ৪ খ, পৃ. ১৫৬; মিশকাতুল মাসাবীহ, অধ্যায়ঃ বির, হাদীস নং ৪৭২৮, (বায়হাকী বরাত)

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগী ও দান সাদাকা কোনটাই কবুল করেন না। তারা হচ্ছেঃ ১. মাতা-পিতার নাফরমান, ২. দান করে খোঁটাদানকারী ও ৩. তাকদীর অস্বীকারকারী। (. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ. ৩২৭)

মাতা পিতার জন্য অর্থ ব্যয় :

পিতা মাতার জন্য অর্থ ব্যয় করা অনেক সওয়াব এর কাজ। পরিবারের জন্য অর্থ ব্যয় করাও সাদকার অন্তর্ভুক্ত।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও

যে, ধন-সম্পদ হ'তে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর। আর মনে রেখ, তোমরা যা কিছু সৎকর্ম করে থাক, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত' (বাক্বারাহ ২/২১৫)

হাদিসে এসেছে

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٍ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

'প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় কর। এরপর অবশিষ্ট থাকলে পরিজনের জন্য ব্যয় কর। নিজ পরিজনের জন্য ব্যয় করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহ'লে এদিক অর্থাৎ সম্মুখে-

ডানে-বামে ব্যয় করবে'।(মুসলিম হা/৯৯৭: মিশকাত হা/৩৩৯২।)

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا : لَوْ أَنْ هَذَا السَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَىعَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطان

'একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ করে একজন যুবক ছানিয়া নিম্ন ভূমি থেকে আগমন করল। তাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে বললাম, হায়! যদি এই যুবকটি তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করত! বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন, কেবল নিহত হ'লেই কি সে আল্লাহর পথে থাকবে? যে ব্যক্তি মাতা-পিতার খেদমতে সচেষ্টা থাকবে সে আল্লাহর পথে। যে পরিবার-পরিজনের কল্যাণের জন্য চেষ্টায় রত থাকবে সে আল্লাহর পথে। যে ব্যক্তি নিজেকে গোনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টায় রত থাকবে সে আল্লাহর পথে। আর যে ব্যক্তি সম্পদের অধিকতর প্রাচুর্যের নেশায় মত্ত থাকবে সে শয়তানের পথে।(আবুদাউদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯২: মিশকাত হা/৩৩৫৪; ছহীহুল জামে' হা/১৪৮৭)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنْ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي. قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطيب كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ

আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্ত ানদের উপার্জন থেকে খাবে।(আবুদাউদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯২; মিশকাত হা/৩৩৫৪; ছহীহুল জামে' হা/১৪৮৭)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْدِي عَلَى وَالِدِهِ قَالَ: إِنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا

عَلِمْتَ أَنَّكَ، وَمَالَكَ مِنْ كَسْبِ أَبِيك

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে তার পিতার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির অভিযোগ করে বলল, তিনি আমার ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি জান, তুমি এবং তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতারই
وَإِنْ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوه ُ

- 'আর তোমাদের সন্তানদের সম্পদ তোমাদেরই উপার্জন। (তাবারানী, মু'জামুল কাবীর হা/১৩৩৪৫; ছহীহাহ হা/১৫৪৮; ছহীহুল জামে' হা/১৩৩১।

মাতা পিতার খরচের ক্ষেত্রে মাতা কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে হাদিসের আলোকে জানতে পারি।
عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ : يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاك- َ

তারিকু মুহারিবী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মাদীনায় আগমন করলাম, আর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি তাতে

বলছিলেন, দাতার হাত উঁচু (মর্যাদাসম্পন্ন)। তোমার পোষ্যদের মধ্যে দানের কাজ আরম্ভ কর। (যেমন) তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার বোন, ভাই; এভাবে যে যত তোমার নিকটাত্মীয় (তাকে পর্যায়ক্রমে দানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দাও)।(নাসাঈ হা/২৫৩২; আহমাদ হা/১৭৫৩০; ছহীহুত তারগীব হা/১৯৫৬।)

মাতা পিতার দোয়া :

দোয়া একটি ইবাদত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন ক খন কি দোয়া পড়তে হবে। মাতা পিত সন্তানের জন্য অনেক কষ্ট করেন সন্তানের ভেড়ে উঠা থেকে শুরু করে মাতা পিতা তাদের মৃত্যর আগ পর্যন্ত সন্তানের জন্য অনেক ত্যাগ স্বিকার করেন। সন্তানের জীবন সুখময় হোক তাই তাদের এই ত্যাগ। সন্তানের উচিত মাতা পিতার জন্য দোয়া করা।

মাতা পিতার জন্য কোরআনে বর্ণিত দোয়া।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ : (হে আমাদের) পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।' (সুরা বনি ইসরাইল: আয়াত ২৪)

২।رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ . الْحِسَابُ

অর্থ : 'হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার বাবা-মাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।' (সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৪১)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا .. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

৩।অর্থ : 'হে আমার রব! আমাকে, আমার বাবা-মাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এক মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন আর আপনি জালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।' (সুরা নুহ : আয়াত ২৮)

 হাদিসের আলোকে।
আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জান্নাতে মানুষের মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করা হবে। সে বলবে, এটা (মর্যাদা বৃদ্ধি) কিভাবে হলো? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে।২

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সমস্ত নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি নেক আমল যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকে। এক. সাদাকায়ে জারিয়া। ৩ দুই. তার রেখে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডার যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। তিন. তার সৎ সন্তান যারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। ৪

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কারো মাতা-পিতা উভয়ে অথবা একজন এমতাবস্থায় ইন্তিকাল করল যে, সে তাঁদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর সে তাঁদের জন্য সর্বদা দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকে এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন। ৫

. ইবন মাজাহ, আদব অধ্যায়, অনুঃ, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার; ২
৩. মাসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি।
৪. সহীহ মুসলিম, আল ওসিয়্যাহ, অনুঃ মৃত্যুর পর মানুষের যে সওয়াব যোগ হয়, ৩ খ, পৃ.
১২৫৫ নং ১৬৩১

৫. ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আত তিবরিযী; মিশকাতুল মাসাবীহ, আদব, অনুঃ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার, পৃ. ৪২১; (বায়হাকী বরাত

 আবার সন্তানের জন্য মাতা পিতা যা দোয়া করেন তা মাকবুল।
হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

এক: মাযলুমের দু'আ, দুই: মুসাফিরের দু'আ ও তিন: সন্তানের বেলায় মাতা-পিতার দু'আ।

তিরমিযী, আবওয়াবুলবির, অনুঃ ৭, মাতা-পিতার দু'আ, নং ১৯৭০; আরো দ্র. আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ; আল ইহসান, ১ খ, পৃ. ৩২৬

মাতা পিতার জন্য দোয়া করার প্রতিদান।
رض عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَ إِلا أَوْ أَحَدُهُمَا
- وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرْ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ الله بارا

"হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি আজীবন মাতা-পিতার নাফরমানী করে এবং তার মাতা-পিতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তিকাল করেন তাহলে তার উচিত অব্যাহতভাবে মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ নিজের রহমাতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে লিখে দেন।"

মাতা পিতার অবাধ্য সন্তানের পরিনাম :

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, একজন যুবকের মুমূর্ষু অবস্থা। লোকজন তাকে (কালিমা) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ার উপদেশ দিচ্ছে, কিন্তু সে পড়তে পারছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: এ ব্যক্তি কি নামায আদায় করতো? সে বলল, জি হ্যাঁ। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে (যুবকটির উদ্দেশ্যে) রওয়ানা করলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। তিনি যুবকের কাছে গিয়ে তাকে কালিমা পড়ার তালকীন দিলেন অর্থাৎ বললেন: বল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” সে বলল, আমি বলতে পারছি না। তিনি বললেন: কেন, কি হয়েছে? লোকটি বলল, সে তার মায়ের সাথে নাফরমানি করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন তার মা কি জীবিত আছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, জীবিত আছেন। তিনি তাঁকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। তার

বৃদ্ধ মাতা আসলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, একি তোমার ছেলে? বৃদ্ধা বলল, হ্যাঁ, আমার ছেলে। তিনি বৃদ্ধাকে বললেন: তুমি কি মনে করো, যদি একটা ভয়ংকর আগুন প্রজ্বলিত করা হয় এবং তোমাকে বলা হয়, যদি তুমি ছেলের জন্য সুপারিশ করো তাহলে তাকে এ আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে। অন্যথায় তাকে এ আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারা হবে। এ অবস্থায় তুমি কি সুপারিশ করবে? বৃদ্ধা বলল, জি, হ্যাঁ, সুপারিশ করব। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি আল্লাহ ও আমাকে সাক্ষী রেখে বলো, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলছো। বৃদ্ধা বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে এবং তোমার রাসূলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার কলিজার টুকরা সন্তানের প্রতি রাজি হয়ে গেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকটির প্রতি লক্ষ্য করে বললেন: বলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" (সন্তানের প্রতি মায়ের সন্তুষ্টির বরকতে যুবকটির মুখ খুলে গেলো এবং তৎক্ষণাৎ) সে কালিমা পাঠ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার অসিলায় এ যুবককে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন। ১

১. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩ খ, পৃ ৩৩৩; আরো দ্র. মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী

মাতা পিতার সেবার বিনিময়ে বিপদমুক্তি*

পিতা মাতার সেবা করা হলে আল্লাহ বিপদের সময় সাহায্য করেন। পিতা মাতার সেবার ফলে বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছিলো বনি ঈসরেল এর এক ব্যক্তি।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পূর্বকালে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিনজন একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধ্বসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জন সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার

কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। সম্ভবতঃ তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার দু'জন বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা- মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও পান করেন। তারপরে বাচ্চাদের পান করাই।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ ! وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ ،ِ

হে আল্লাহ যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ সৎকর্মের কথা উল্লেখ করে বলল, হে আল্লাহ! যদি আমরা এগুলি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন।

. বুখারী হা/৫৯৭৪, ২৯৭২; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'সৎকর্ম ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ

মাতা পিতার সাথে সদাচরনের উদাহরন

একজন সন্তান পিতা মাতার সাথে সদাচরন করবে কারন আল্লাহ কোরআনে নির্দেশ দিয়ছেন সদাচরনের।
আল্লাহ কোরআনে বলেন আল্লাহর বাণীঃ "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি" (২৯: ৮)।

তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। ১

আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।২

তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো। ৩

তিনি আরো বলেন: তোমরা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। ৪

১. সূরা বানী ইসরাঈল: ২৩

২. সূরা আল-বাকারা: ৮৩
৩. সূরা আন-নিসাঃ ৩৬
৪. সুরা আন আম : ১৫১

তাছাড়া হাদিসেও বলা হয়েছে মাতা পিতার সাথে সদাচরনের।
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বলেনঃ

ওয়াক্তমত নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন (বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিযী, নাসাঈ)।

হযরত ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর উদাহরণ:

রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) ছিলেন মায়ের প্রতি সীমাহীন সেবাপরায়ণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ : رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا أَبَرَّ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ بِأُمِّهِمَا، فَيُقَالُ لَهَا : مَنْ هُمَا؟ فَتَقُوْلُ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَحَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ قَالَ : مَا قَدَرْتُ أَنْ أَتَأَمَّلَ أُمِّي مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَأَمَّا حَارِثَةُ فَإِنَّهُ كَانَ يُفَلِّى رَأْسَ أُمِّهِ وَيُطْعِمُهَا بِيَدِهِ، وَلَمْ يَسْتَفْهِمْهَا كَلَامًا قَطُّ تَأْمُرُ بِهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ

عِنْدِهَا بَعْدَ أَنْ تَخْرُجَ : مَا قَالَتْ أُمِّي؟

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দু'জন ছাহাবী ছিলেন যারা এই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মাতার প্রতি সদাচারী ছিলেন। তাকে বলা হ'ল, তারা কারা? তিনি বললেন, ওছমান বিন আফ্ফান ও হারেছাহ বিন নু'মান (রাঃ)। ওছমান যিনি বলেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মাকে কখনো চিন্তিত করিনি। আর হারেছা, তিনি মায়ের চুল আঁচড়িয়ে দিতেন, নিজ হাতে তাকে খাওয়াতেন এবং তাকে আদেশকৃত কোন কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতেন না। বরং তার মা তার নিকট থেকে বের হ'লে মায়ের সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, আমার মা কি বললেন।(মাকারিমুল আখলাক ১/৭৫, হা/২২৩; ইবনুল জাওযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৬, ১/৮৫।)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উদাহরণ:

ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন মায়ের সেবাপরায়ণ। তিনি প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে দেখা করতেন এবং তার জন্য দো'আ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إلى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: رَحِمَكِ الله رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِي عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا-

আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী (রাঃ)-এর মুক্তদাস আবু মুররা (রহঃ) বলেন,

আমি আক্বীকু নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর খামার বাড়ীতেতার সাথে একই বাহনে আরোহণ করে গমন করেছিলাম। তি 'ওহে জননী! তোমার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হৌক। তার মা বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও তার বরকত নাযিল হৌক। আবার আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছোটকালে তুমি আমাকে যেভাবে রহমতের সাথে লালন-পালন করেছিলে, আল্লাহ তোমাকে সেভাবে লালন-পালন করুক। তার মা বললেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হৌন। যেভাবে তুমি বৃদ্ধকালে আমার সাথে সদাচরণ করছ'।(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৪: মাকারিমুল আখলাক হা/২২৮; মারওয়াযী, আল বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৫০, সনদ হাসান)

আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রতিদিন তার মাতার কাছে প্রবেশের সময় উক্ত দো'আ পাঠ করতেন এবং তার মাও জওয়াবে দো'আ করে দিতেন'। (আল-জামে' ফিল হাদীছ হা/১৫২)

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أَمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ وَبَلَغَنَا أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا-

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রীতদাস সৎ গোলামের জন্যে দু'টি পুরস্কার রয়েছে। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আবু হুরায়রার জীবন! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা এবং আমার মায়ের সেবা করার দায়িত্ব আমার উপরে না থাকত, তাহলে গোলাম অবস্থায় মৃত্যু বরণকেই আমি অধিক পসন্দ করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানতে

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا

, হুরায়রা (রাঃ) হজ্জে গমন করেননি তাঁর মায়ের মৃত্যুর আগে। কেননা তিনি সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থেকে সেবা করতেন' (মুসলিম হা/১৬৬৫; শু'আবুল ঈমান হা/৮৬০২)। উল্লেখ্য যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) মায়ের সেবা করার কারণে যে হজ্জ থেকে বিরত ছিলেন তা ছিল নফল হজ্জ। কারণ নফল হজ্জ করা অপেক্ষা মায়ের খেদমত করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর সাথে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন।(নববী, শারহু মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

ওসামা বিন যায়েদের উদাহরণ:

তাঁর মায়ের নাম উম্মে আয়মান। তিনি বারাকাহ নামে পরিচিত ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসামাকে খুবই ভালবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুবর করেন তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর।

انتِ النَّخْلَةُ تَبْلُغُ بِالْمَدِينَةِ أَلْفًا، فَعَمَدَ أَسَامَةُ ، زَيْدٍ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَطَعَهَا مِنْ أَجْلِ جُمَّارِهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ أُمِّي ال اشْتَهَتْهُ عَلَيَّ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ أُمِّي أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا فَعَلْتُه ،ُ

খেজুর বৃক্ষের মূল্য হাযার দিরহামে পৌঁছে যায়। ওসামা বিন যায়েদ একটি খেজুর গাছ কর্তনের ইচ্ছা করলেন এবং তার ডগায় মাথি থাকার কারণে গাছটি কেটে ফেললেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমার মা তা খাওয়ার কামনা করেছিলেন। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমার মা কামনা করার পর আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করব না'। (ইবনু আবিদ্দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাকু হা/২২৫, ১/৭৬; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলুক ওয়াল উমাম হা/১২৫, ৫/৩০৭; আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৭: কান্ধালুভী, হায়াতুছ ছাহাবা ৩/২২৪-২২৫; ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৪/৫২; ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ৮/৮২।)

ছাহাবী হারেছা বিন নু'মানের উদাহরণ:

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئ يَقْرَأُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ঘুমালাম। তারপর স্বপ্নে আমাকে জান্নাত দেখানো হ'ল। এরপর একজন ক্বারীর তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এটা কে? তারা বললেন, ইনি হারেছাহ বিন নু'মান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটিই সদাচরণের পুরস্কার, এটিই সদাচরণের পুরস্কার। আর তিনি মাতার সাথে সর্বাধিক সদাচরণকারী ছিলেন।(আহমাদ হা/২৫২২৩; ইবনু হিব্বান হা/৭০১৫; ছহীহাহ হা/৯১৩: মিশকাত হা/৪৯২৬।)

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর উদাহরণ:

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِذَا كَانَ عِنْدَ أُمِّهِ، خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ، وَتَكَلَّمَ رُوَيْدًا

'মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) যখন মায়ের নিকট থাকতেন তখন কণ্ঠস্বর নীচু করতেন এবং ধীরে ধীরে কথা বলতেন'।(ইবনু আবিদ-দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক ১/৭৭, হা/২২৯: ড. সাইয়েদ বিন হুসাইন আল-আফানী, ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বিল হিম্মাহ ৫/৬৫২)

হিশাম বিন হাসান বলেন,

مَا رَأَيْت مُحَمَّدَ بْن سِيرِينَ يُكَلِّمُ أُمَّهُ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ يَتَضَرَّعُ

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনকে তার মায়ের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলতে দেখেনি'। (হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২৭৩; ড. সাইয়েদ বিন হুসাইন আল-আফানী, ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বিল হিম্মাহ ৫/৬৫২)

যাবইয়ান ইবনু আলী আছ-ছাওরী ছিলেন মায়ের পরম বাধ্যগত। তার ব্যাপারে ইতিহাসে বলা হয়েছে,

وَكَانَ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وَكَانَ يُسَافِرُ بِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌ حَفَرَ بِفْرًا، ثُمَّ جَاءَ بِنطَعٍ فَصَبَّ فِيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ لَهَا ادْخُلِي تَبَرَّدِي فِي هَذَا الْمَاءِ

'তিনি মায়ের প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। একবার তিনি মাকে নিয়ে মক্কায় গমন করেন। একদা প্রচণ্ড গরম পড়লে তিনি গর্ত খনন করে এক বালতি পানি নিয়ে আসলেন। অতঃপর তাতে পানি ঢাললেন এবং তার মাকে বললেন, এখানে প্রবেশ করে এই পানিতে নিজেকে ঠাণ্ডা করুন'। (ইবনুল জাওযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯৬, ১/৮৮; ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাকু হা/২২১)

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উদাহরণ:
আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর মাতার সাথে সদাচরণ করতেন। তিনি তাঁর যাবতীয় অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তার নিকট উজ্জ্বল চেহারায় প্রবেশ করতেন। তার কথার বিরোধিতা করতেন না। আব্দুল জাব্বার হাযরামী বলেন, যুর'আ নামে একজন বক্তা আমাদের মসজিদে থাকতেন। আবু হানীফার মা একটি ফৎওয়া জানতে চাইলেন। আবু হানীফা (রহঃ) ফৎওয়া দিলে তিনি গ্রহণ না করে বললেন, যুর'আ যে ফৎওয়া দিবেন তাই আমি গ্রহণ করব। আবু হানীফা তাকে নিয়ে যুর'আর নিকট এসে জিজ্ঞেস

هذه أمي تستفتيك في كذا وكذا، فقال: أنت أعلم مني وأفقه، فأفتها أنت فقال أبو حنيفة قد أفتيتها بكذا وكذا فقال زُرْعَة القول كما .قال أبو حنيفة، فرضيت وانصرفت
'ইনি আমার মা। এই এই বিষয়ে আপনার নিকট ফৎওয়া জানতে চান। তিনি বললেন, আপনিতো আমার থেকে বড় জ্ঞানী ও ফক্বীহ। আপনিই ফৎওয়া দিন। আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, আমি এই এই ফৎওয়া দিয়েছি। তখন যুর'আ সেই ফৎওয়াই দিলেন যা ইমাম আবু হানীফা দিয়েছেন। এতে তার মা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন'।

(তারীখু বাগদাদ ১৩/৩৬৩; গাযী তাকীউদ্দীন বিন আব্দুল কাদের তামীমী,, আত-ত্বাবাকাতুস সুন্নিয়া ১/৩৬)

আলি বিন হুসাইন

আলী বিন হুসাইন ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) নাতি। তিনি অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বলে তাকে 'যায়নুল আবেদীন' বা ইবাদতকারীদের শোভা বলা হয়ে থাকে। তিনি ভ্রান্ত শী'আদের রাফেযী নাম দেন।

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَا يَأْكُلُ مَعَ أُمِّهِ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاس 1 ِبهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ أَكُلَ مَعَهَا فَتَسْبَقُ عَيْنُهَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَأَكُلَهُ، فَأَكُونُ قَدْ عَقَقْتُهَا،

হুসাইন বিন আলী তাঁর মায়ের সাথে খেতেন না। অথচ তিনি লোকদের মধ্যে মাতা-পিতার প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমি তার সাথে খাব আর তার দৃষ্টি খাদ্যের কোন কিছুর দিকে যাবে। আর আমি না জেনেই তা খেয়ে নিব। হতে পারে এতে আমি তার অবাধ্য হয়ে যাব'।(ইবনুল জাওযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯০, ১/৮৬: ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বিল হিম্মাহ ৫/৬৫৩।)

হায়াত বিন শুরাইহ্-এর উদাহরণ:

হায়াত বিন শুরাইহ একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি তার কর্মের জন্য বিশেষ করে মাতৃসেবার জন্য বিখ্যাত। তিনি মিসরের অধিবাসী ছিলেন। ২২৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়'। হায়াত বিন শুরাইহ একদিন মজলিসে তার ছাত্রদের পাঠদান করছিলেন। আর তার নিকট বিভিন্ন প্রান্তথেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য লোকেরা ভিড় করত। তার মা এসে বললেন,

! يا حيوة فاعلف الدجاج، فيقوم ويترك التعليم

মুরগীকে খাবার দাও। তিনি পাঠদান ছেড়ে মায়ের আদেশ পালন করলেন'। (তারতুসী, বিরুল ওয়ালিদায়ন ৭৯ পৃঃ। ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩।)

ত্বালক বিন হাবীবের উদাহরণ:

তিনি ইরাকের বছরার অধিবাসী ছিলেন। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী তাবেঈ ও মাতা- পিতার সাথে সদাচরণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পরহেযগার ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর।(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৬০১)

তিনি ইবাদতগুযার ও আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তিনি তার মায়ের মাথায় চুমু দিতেন। তিনি এমন বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে হাঁটতেন না যার নীচে তার মা অবস্থান করতেন। এটি তার মায়ের সম্মানের জন্য করতেন।(তারতুসী, বিরুল ওয়ালিদায়ন পৃঃ ৭৯।

لِي بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَى الْجَنَّةِ فَخُلِقَ أَحَدُهُمَا

গেলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, 'আমার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা উন্মুক্ত ছিল, যার একটি বন্ধ হয়ে গেল।(. ত্বারতুসী, বিরুল ওয়ালিদায়ন পৃঃ ৭৯; ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম,

উকুকুল ওয়ালিদায়ন ১/৬২; ত্বাবাকাতুল কুবরা ৭/২২৮)
ওয়ায়েস কারনী (রহঃ)-এর উদাহরণ:

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তার প্রশংসা করেছেন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তার নিকট দো'আ চাইতে বলেছেন। হাদীছে এসেছে,

উসায়ের ইবনু জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়েমেনের কোন সাহায্যকারী দল তার কাছে আসত তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কি ওয়ায়েস ইবনু আমির আছে? অবশেষে তিনি ওয়ায়েসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি ওয়ায়েস ইবনু আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, কেবলমাত্র এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি

জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের ওয়ায়েস ইবনু আমির ইয়েমেনের
তিনি যেদিকে মুখ যায় সেদিকে চলে গেলেন (অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে

সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আসবে। তার ছিল শ্বেত রোগ। পরে তা নিরাময় হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতীত। তার মা রয়েছেন। সে তাঁর প্রতি অতি সেবাপরায়ণ। এমন ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। কাজেই যদি তুমি তোমার জন্য তার কাছে মাগফিরাতের দো'আ কামনার সুযোগ পাও তাহ'লে তা করবে। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। তখন ওয়ায়েস (রহঃ) তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করলেন। এরপর ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কৃষ্ণা এলাকায়। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কৃফার গভর্ণরের কাছে চিঠি লিখে দেব? তিনি বললেন, আমি অখ্যাত গরীব লোকদের মধ্যে থাকাই পসন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী বছরে তাদের অভিজাত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হজ্জ করতে এলে ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'ল। তখন তিনি তাকে ওয়ায়েস কারনী (রহঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি তাঁকে জীর্ণ ঘরে সম্পদহীন অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কাছে কারান বংশের মুরাদ গোত্রের ওয়ায়েস ইবনু আমির (রহঃ) ইয়েমেনের সাহায্যকারীর সেনাদলের সঙ্গে আসবে। তার শ্বেত রোগ ছিল। সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তার মা রয়েছেন, সে তার অতি সেবাপরায়ণ। যদি সে আল্লাহর নামে কসম খায় তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তাঁর কাছে মাগফিরাতের দো'আ চাওয়ার সুযোগ পেলে তা করবে। পরে অভিজাত সে ব্যক্তি ওয়ায়েস (রহঃ)-এর কাছে এল এবং বলল, আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর (হজ্জের সফর) থেকে সদ্য আগত। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। সে ব্যক্তি বলল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। ওয়ায়েস (রহঃ) বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর থেকে এসেছেন। আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। এরপর তিনি বললেন। আপনি কি ওমর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তার

জন্য মাগফিরাতের দো'আ করলেন। তখন লোকেরা তার (মর্যাদা) সম্পর্কে অবহিত হ'ল। এরপরতিনি যেদিকে মুখ যায় সেদিকে চলে গেলেন (অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয়েগেলেন)। বর্ণনাকারী আসীর বিন জাবের (রহঃ) বলেন, আমি তাকে একখানি ডোরাদার চাদর দিয়েছিলাম। এরপর যখন কোন মানুষ তাকে দেখত তখন বলত, ওয়ায়েসের এই চাদরখানি কোথায় গেল।(মুসলিম হা/২৫৪২: হাকেম হা/৫৭১৯।)

নফল ইবাদতের জন্য মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া যাবে কিনা :

আল্লাহ তা'আলা মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম ঘোষনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন।

এই প্রবন্ধটি পড়বেন, তাদেরকে আমরা বলে দিতে চাই যে, আল্লাহর বিধি-বিধান দুই প্রকার যথাঃ-(১) ফরয/ওয়াজিব/ সুন্নতে মু'আক্কাদা (২) এবং নফল/ মুস্তাহাব।

প্রথম প্রকারকে তরক করলে গোনাহ হবে। সুতরাং প্রথম প্রকারের বিধি-বিধানকে তরক করার জন্য মাতাপিতা সহ কারো আদেশকে মান্য করা যাবে না। কেননা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل

আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের অনুসরণ করা যাবে না। (মুসনাদে আহমদ-১০৯৮)

মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব বা সুন্নতে মু'ক্কাদা। সুতরাং কোনো প্রকার ক্ষতির আশংকা ব্যতীত মাতাপিতা যদি তার সুস্থ সবলআশংকা ব্যতীত মাতাপিতা যদি তার সুস্থ সবল বালেগ সন্তানকে মসজিদে যেতে বারণ করে, তাহলে এক্ষেত্রে মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা যাবে না। ঠিকতেমনিভাবে সন্তান ফরয হজ্বে যেতে চাইলে যদি মাতাপিতা বাধা প্রদান করে তাহলে এক্ষেত্রেও তাদের আদেশকে মানা যাবে না।

ইমাম বোখারী রাহ হাসান বসরী রাহ থেকে বর্ণনা করেন,

"إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة : لم يطعها

" যদি মা তার সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাকে অন্ধকারে এশার জামাতে যেতে বাধা প্রদান করে, তাহলে এক্ষেত্রে মায়ের আদেশকে মানা যাবে না। (সহীহ বোখারী-১/২৩০)

ইমাম আহমদ রাহ কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যার পিতা তাকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে বারণ করে। ইমাম আহমদ রাহ প্রতিউত্তরে বললেন,

"ليس له طاعته في الفرض.

আল্লাহর ফরয বিধানের উল্টো পিতার আদেশকে মান্য করা যাবে না। (গেযাউল আদাব ফি শরহে মনযুমাতিল আদাব-১/৩৮৫)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহ বলেন

نصوص أحمد تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض ،

ইমাম আহমদ রাহ এর মতামত এ কথার উপর দাবী রাখে যে, ফরয তরকের বেলায় মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা যাবে না। সুতরাং মাতাপিতার আদেশের ভিত্তিতে জামাত তরক করা যাবে না। এবং হজ্বকে দেড়ীতে আদায় করা যাবে না। (আল মুসতাদরাক আ'লা মাজমুয়িল ফাতাওয়া-৩/২১৭) আরো জানুন- 1722

নফল এবং মুস্তাহাব ইবাদত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইহা কামিল ঈমানের পরিচায়ক এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম। এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা সওয়াব প্রদান করবেন। ঐ সমস্ত নফল ইবাদত যা ফরয ইবাদতের জিনস থেকে হয়, যদি ফরয ইবাদতে কোনো প্রকার ত্রুটি থাকে, তাহলে ঐ নফল গুলো সেই ফরযের ত্রুটিকে পুরণ করে দেয়। যেমন নফল হজ্ব ফরয হজ্বের ঘাটতিকে পুরণ করে দেয়। ঠিকতেমনি নফল নামায ফরয নামযের ঘাটতিকে পূর্ণ করে দেয়। নফল সদকাহ ফরয যাকাতের ঘাটতিকে পূর্ণ করে দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং কোনো মুসলমানের জন্য নফল এবং মুস্তাহাব ইবাদতকে পরিত্যাগ করা কখনো উচিৎ হবে না।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, মাতাপিতা নফল ইবাদতে বাধা প্রদান করলে, সন্তানের জন্য সেই নফল ইবাদত করার বিধান কি?

জবাবে বলা হবে, মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা মূলত তিনটি মূলনীতির আলোকে হয়ে থাকে।

• (১) তাদের আদেশ কোনো মুবাহ বিষয়ে হতে হবে। কোনো ওয়াজিব তরকের ব্যাপারে হতে পারবে নাএবং কোন হারাম কাজের জড়িত হওয়ার জন্যও হতে পারবে না।

• (২) যে কাজের আদেশ তারা দিবেন, এতে তাদের ফায়দা থাকতে হবে, বা শরীয়তের পছন্দসই কাজ হতে হবে।

• (৩) যে কাজের আদেশ দিচ্ছেন, তা তাদের সন্তানদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারবে না।

সুতরাং যদি সন্তানের কষ্ট লাগবের জন্য তারা আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে এক্ষেত্রে মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা ওয়াজিব।
ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহ লিখেন,

ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين ، وهو ظاهر إطلاق أحمد ، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر ، فإن شق عليه ولم يضره : وجب ، وإلا فلا
গোনাহের কাজ ব্যতীত মুবাহ কাজে, মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা ওয়াজিব। যদি তার ফাসিকও হয়। এটা তখন যখন তাতে মাতাপিতার ফায়দা থাকবে, এবং সন্তানের জন্য ক্ষতিকারক হবে না। যদি সন্তানের উপর কষ্টদায়ক হয় তবে ক্ষতিকারক না হয়, তাহলে তখন মাতাপিতার আদেশ মান্য করা ওয়াজিব। (আল-ফাতাওয়াল কুবরা-৫/৩৮১)
আল্লামা হাসক্বাফী রাহ লিখেন,

لَا يَحِلُّ سَفَرٌ فِيهِ خَطَرٌ إلَّا بِإِذْنِهِمَا. وَمَا لَا خَطَرَ فِيهِ يَحِلُّ بِلَا إذْنٍ وَمِنْهُ السَّفَرُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
যে সফরে ক্ষতির আশংকা থাকবে সে সফর মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়। আর যে সফরে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সে সফর মাতাপিতার অনুমতি

ব্যতীত বৈধ। এর মধ্যে একটি হলো, ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা। অর্থাৎ ইলম অর্জনের জন্য সফর করা মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ও বৈধ।
চার মাযহাব সম্বলীত সর্ব বৃহৎ ফেক্বাহী গ্রন্থ

"আল-মাওসু'আতুল ফেকহিয়্যায়" বর্ণিত রয়েছে,
ومذهب الحنفية : يكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه وكان الوالد محتاجا إلى خدمة الولد، وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس. وذكر في السير الكبير إذا كان لا يخاف عليه الضيعة فلا بأس بالخروج. وحج الفرض أولى من طاعة الوالدين، وطاعتهما أولى من حج النفل فتح القدير ٢ / ١١٨، والفتاوى الهندية ١ / ٢٢٠ - بحوالة الموسوعة
الفقهية، ج ٢ - ص(-٢٠٤

হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্তঃ যদি মাতপিতার কেউ একজন সন্তানকে হজ্বে যেতে নিষেধ করে এমতাবস্থায় যে, পিতা-মাতা উক্ত সন্তানের খেদমতের মুহতাজ। তাহলে এমন পরিস্থিতে সন্তানের জন্য হজ্বে যাওয়া মাকরুহ। আর যদি মাতাপিতা উক্ত সন্তানের খেদমতের মুহতাজ না হন, তাহলে এমতাবস্থায় সন্তান হজ্বে যেতে পারবে। এতে কোনো শরয়ী অসুবিধা নেই। সিয়ারে কাবীর কিতাবে বর্ণিত আছে, যখন সন্তানের ক্ষতির কোনো প্রকার সম্ভাবনা থাকবে না, (যেমন সাগরের সফর ইত্যাদি হবে না) তখন তার জন্য মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত সফর করা বৈধ রয়েছে। জেনে রাখা ভালো, ফরয হজ্ব মাতাপিতার খেদমতের চেয়ে উত্তম। তবে নফল হজ্বের চেয়ে মাতাপিতার খেদমতই উত্তম। (ফাতহুল কাদির-২/১১৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/২০৬)

সুতরাং মাতাপিতা যদি সন্তানের খেদমতের মুহতাজ থাকে, এবং সন্তানের কাছে সহযোগিতার আবেদন করে, অন্যদিকে যদি সন্তান এমন কোনো নফল ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে যায় যা মাতাপিতার খেদমতের অন্তরায় থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় মাতাপিতার খেদমতই অগ্রগণ্য হবে। সন্তানের জন্য নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া জায়েয হবে না। কেননা এক্ষেত্রে মাতাপিতার খেদমতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা ওয়াজিব। সুতরাং নফলের উপর ওয়াজিবকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তবে যদি মাতাপিতা সন্তানের খেদমতের মুহতাজ না থাকে, বা নফল ইবাদতে বাধা প্রদানের কোনো হাজত না থাকে কিংবা এতে মাতাপিতার কোনো ফায়দা না থাকে, এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের কোনো আকার ইঙ্গিত না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় মাতাপিতার উক্ত বিধিনিষেধের উপর নফল ইবাদতকে তারজিহ দেয়াই উত্তম হবে। সুতরাং মাতাপিতার আদেশকে না মেনে তখন নফল ইবাদতই উত্তম হবে। হ্যা অবশ্যই মাতাপিতার সাথে উত্তম শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে হেকমতের সাথে নরম ভাষায় নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝাতে হবে।(আই ফতোয়া)

মাতা পিতার মৃত্যুর পর করনীয় :

মাতা পিতা মৃত্যর পর আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। প্রতিশ্রুতি পুন করা।তাদের ববন্ধুবান্ধব দের সম্মান করা,।ঋন পরিশোধ করা। ওয়াসিয়ত পুর্ন করা, কাফফারা আদায় করা। এখন হাদীসের আলোকে তা জানবো।

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَى شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ : نَعَم الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ

صديقهما-

আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম   সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের

সম্মান করা।(আবুদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিব্বান হা/৪১৮, ইবনু হিব্বান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সালীম আসাদ এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়েদ বলেছেন (হাকেম হা/৭২৬০: মাওয়ারিদুয যাম'আন হা/২০৩০)। তবে শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব যঈফ বলেছেন। এর সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَارَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ
بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে'(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تُرْفَعُ لِلْمَيتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ، أَيُّ
شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ : وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! এই মর্যাদা কীভাবে হ'ল? তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।(১০৯. মির'আত ৮/৬১, মিশকাত হা/২৩৭৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

আল্লাহ বলেন

من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (নিসা ৪/১১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ
معلقة بدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْه-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা

পরিশোধ করা হয়'(ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩;; মিশকাত হা/২৯১৫।)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ্ই মাফ করে দেওয়া হবে فَخَطَا ،)

মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২: ছহীহুল(জামে' হা/৮১১৯

, أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ

' فَلِوَرَثَتِهِ مَالاًআমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণের বোঝা নিয়ে মারা যায় আর ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

বুখারী হা/৬৭৩১: মুসলিম হা/১৬১৯: মিশকাত হা/৩০৪১

ঋণ দু'প্রকার: ১. যে ব্যক্তি তার ওপর থাকা ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, আমি তার অভিভাবক।

২. যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না করে (আত্মসাৎ করার ইচ্ছায়) মৃত্যুবরণ করল। এর কারণে সেদিন তার নেকী হ'তে কর্তন করা হবে, যেদিনে কোন দিরহাম ও দীনার থাকবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যদি কেউ খণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যেত এবং খণ পরিশোধের দায়িত্ব কেউ না নিত, সেক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার ছালাত আদায় করতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হ'ল তখন তিনি রাষ্ট্রের প্রজাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়'। ফলে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়ে নেন। সুতরাং বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর ভাবা উচিত তাদের উপর রাষ্ট্রের প্রজাদের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আর এটা যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের একটি
(ফাতহুল বারী, তুফহা ইত্যাদি, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।।)

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,
تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَيْهِ فَقُلْنَا تُصَلَّى عَلَيْهِ. فَخَطَا[72]
حُطَى ثُمَّ قَالَ : أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْنَا دِينَارَانِ فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ
فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَانِ عَلَى، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُحِقَّ

الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ . قَالَ نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمِ مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ، فَقَالَ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ قَالَ عَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ قَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُه ُ

'জনৈক লোক মারা গেলে আমরা তাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট নিয়ে গেলাম। যাতে তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করেন। আমরা তাঁকে জানাযার ছালাত আদায়ের জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি এক কদম এগিয়ে বললেন, তার কোন ঋণ আছে কি? আমরা বললাম, দু' দীনার রয়েছে। তিনি ফিরে গেলেন। আবু কাতাদা তা পরিশোধ করলে চাইলে আমরা তাঁর নিকট আসলাম। আবু কাতাদা বললেন, দু'দীনার পরিশোধের দায়িত্ব আমার। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ঋণী অধিকার প্রাপ্ত হলেন এবং মাইয়েত তা থেকে দায়মুক্ত হলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন। একদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, দীনার দু'টির কী হয়েছে? তিনি বললেন, তিনি তো গতকাল মারা গেছেন। তিনি পরের দিন তাঁর নিকট ফিরে এসে বললেন, দু'দীনারের ঋণ আমি পরিশোধ

করছি। তখন রাসূল)সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْ جلده 'এখন তার চামড়া ঠাণ্ডা হ'ল।(আহমাদ হা/১৪৫৭৬: হাকেম হা/২৩৪৬; ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৩।)

মাতা পিতার অছিয়ত পূরন করা তাদের মানত পুরন করা।

في حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى، أَشْفَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِي قَالَ : لَا قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ : الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله، إلا أُجِرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ، قُلْتُ أَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَآخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ الأَصْحَابى هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ. قَالَ سَعْدٌ رَبَّى لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ توفى بمكة -

আমের বিন সা'দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে পড়ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে রোগাক্রান্ত, তাতো আপনি দেখছেন। আমি একজন ধন্যাঢ্য লোক। আমার এক মেয়ে ব্যতীত কোন ওয়ারিছ নেই। তাই আমি কি আমার দুইতৃতীয়াংশ মাল ছাদাক্বাহ করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন, না। এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিছদের মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানোর মত অভাবী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের সম্পদশালী রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আমি বললাম, তা হ'লে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকব? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু নেক আমল করো না কেন, এর বদলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক কওম উপকৃত হবে। আর অনেক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর তিনি দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দেবেন না। কিন্তু সা'দ ইবনু খাওলার দুর্ভাগ্য। (কারণ

তিনি বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান) সা'দ বলেন, মক্কায় তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন।
বুখারী হা/৬৩৭৩। মুসলিম হা/১৬২৮: মিশকাত হা/৩০৭১।

পিতা মাতার যদি কোনো কাফফারা থাকে তাহলে পিতা মাতা মারা যাবার পর সন্তান তা আদায় করবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ
الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করল, আল্লাহ তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেল। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন।
আবুদাউদ হা/৩৩০৮; নাসাঈ হা/৩৮১৬; ছহীহাহ হা/১৯৪৬

মাতা পিতার বন্ধুদের সাথে ভালো আচরন করতে হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে নেকির কাজ এই যে ব্যক্তি তার পিতার ইন্তেকালের পর তাত বন্ধু বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنْ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, মক্কার এক রাস্তায় তার সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হ'ল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সালাম দিয়ে স্বীয় গাধার পিঠে সওয়ারী করে নিলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী তাকে দানকরলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে

সদাচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা।(মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭।)

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয় মানুষদের প্রতি সদাচরণকে সর্বোত্তম নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। আর এসব লোকের প্রতি সদাচরণের কারণ হ'ল তারা পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয় মানুষ। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এমন সব আত্মীয়কে বুঝায় যাদের মাঝে বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান, চাই তারা একে অপরের ওয়ারিছ হোক বা না হোক'। (শারহু মুসলিম হা/২৫৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ১৬/১০৯-১১০)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: أَتَدْرِي

لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ : لَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ

بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ-

আবু বুরদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমন করলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আমার নিকট এসে বললেন, আমি তোমার নিকট কেন এসেছি তা তুমি কি জান? সে বলল, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার কবরস্থ পিতার সাথে সদাচরণ করতে চায় সে যেন তার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। আর আমার পিতা ওমর (রাঃ) ও তোমার পিতার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আর আমি সেই সম্পর্ক বহাল রাখতে পসন্দ করছি।(। ১৩৭. ইবনু হিব্বান হা/৪৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৬।)

মাতা পিতার মারা যাবার পর তাদের জন্য দান সাদকা করা। কেননা দান সাদকাহ মৃত ব্যক্তির উপকারে আসে। মাতা পিতার জন্য দান সাদকা করলে সেটার সওয়াব নিজের জন্য ও থাকবে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ'লে কিছু ছাদাক্বাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ'তে ছাদাক্বাহ করলে আমার জন্য কোন ছওয়াব রয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ'। (বুখারী হা/১৩৮৮; মুসলিম হা/১০০৪; মিশকাত হা/১৯৫০)
ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, তিনি কথা বলতে সক্ষম হননি তাই ছাদাক্বাও দেননি। সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ বিন উবাদাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গমন করলেন। ইত্যবসরে সা'দের মায়ের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল। তখন তাকে বলা হ'ল, আপনি অছিয়ত করেন। তিনি বললেন, কিসের অছিয়ত করব? ধন-সম্পদ যা আছে তাতো সা'দের। সা'দ ফিরে আসার পূবেই তিনি মারা গেলেন। সা'দ ফিরে আসলে বিষয়টি তাকে বলা হ'ল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করলে এতে তার উপকার হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন, অমুক অমুক বাগান তার জন্য ছাদাক্বাহ। তিনি বাগানটির নাম উল্লেখ করেছিলেন'। (নাসাঈ হা/৩৬৫০; ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৪; ইবনু খুযায়মা হা/২৫০০; মু'জামুল কাবীর হা/৫৫২৩; ফাল্হুল বারী ৫/৩৮৯ সনদ ছহীহ)

,

عَنْ عَائِشَةَ أَنْ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বাহ ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করি তবে তিনি কি এর ছওয়াব পাবেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ কর।(আবুদাউদ হা/২৮৮১; নাসাঈ হা/৩৬৪৯)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ سَعْدَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنْ

حَائِطِي الَّذِي بِالْمِحْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন আর তখন আমি সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু ছাদাক্বা করি, তাহ'লে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি মিখরাফ নামক স্থানে অবস্থিত আমার বাগানটি তাঁর জন্য ছাদাক্বা করলাম।(বুখারী হা/২৭৫৬,২৭৬২; আহমাদ হা/৩০৮০।)

الْعَاصِ بْنَ وَائِلِ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَد وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً وَأَنْ عَمْراً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِك

'আস ইবনে ওয়ায়েল জাহেলী যুগে একশো উট যবাহ করার মানত করেছিল। অতপর (তার ছেলে) হিশাম তার পক্ষ থেকে ৫০টি উট যবাহ করে। আর তার (আরেক ছেলে) আমর (বাকি ৫০টি অপর ছেলে আমর যবাহ করতে চান) এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

তোমার পিতা যদি তাওহীদ স্বীকার করত আর তুমি তার পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে বা ছাদাক্বা করতে, তবে এটি তার উপকারে আসত।(আহমাদ হা/৬৭০৪; ছহীহাহ হা/৪৮৪)

,وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ وَاسْتِحْبَابُهَا وَأَن ثَوَابَهَا يَصِلُهُ وَيَنْفَعُهُ وَيَنْفَعُ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا وَهَذَا كُلُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُون َ

'এই হাদীছে মৃতের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা জায়েয ও মুস্ত াহাব হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। আর এর ছওয়াব মৃতের নিকট পৌঁছে

এবং এতে সে উপকৃত হয়, উপকৃত হয় ছাদাক্বাকারীও। আর এসকল

বিষয়ে মুসলমানদের ঐক্য রয়েছে।

শারহুন নববী আলা মুসলিম ১১/৮৪, উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।